দেশের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন RSS

এস. এম. মুশরিফ
(প্রাক্তন আই. জি, মহারাষ্ট্র পুলিশ)



দেশের সবচেয়ে বড়
সন্ত্রাসবাদী সংগঠন

RSS

এস. এম. মুশরিফ
(প্রাক্তন আই. জি, মহারাষ্ট্র পুলিশ)
অনুবাদক ঃ এ. এফ. এম. খালিদ

দেশের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন R S S
লেখক ঃ এস. এম. মুশরিফ
(প্রাক্তন আই. জি, মহারাষ্ট্র পুলিশ)
অনুবাদক ঃ *এ. এফ. এম. খালিদ*
সহযোগিতায় ঃ
১) সানাউল্লাহ খান
২) তানিয়া চক্রবর্তী

প্রকাশক ঃ দেশ বাঁচাও আখাড়ি
সামতা, C-48, অভিমান শ্রী সোসাইটি
পাষান রোড, পুনে-৪১১০০৮
Email : deahbachanghadin@gmail.com
প্রথম প্রকাশ ঃ ২৬/১১/২০১৫ (মারাঠী)
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২৬/০১/২০১৬ (উর্দু)
তৃতীয় প্রকাশ ঃ ২৩/০২/২০১৬ (বাংলা)

মূল্য ঃ ৩০/- (ত্রিশ টাকা মাত্র)

ঃ সূচীপত্র ঃ

প্রথম অধ্যায়

ঃ হেমন্ত কারকারের আগমনে সংঘের আবরণ উন্মোচিত ঃ

আরএসএস ব্রাহ্মণ তোষণকারীদের, ব্রাহ্মণ তোষণের জন্য এবং ব্রাহ্মণ তোষণকারীদের মাধ্যমে পরিচালিত একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন। ব্রাহ্মণ তোষকরা একটা মিথ্যা প্রচার করে রেখেছে যে, এটা একটা সাংস্কৃতিক সামাজিক ও দেশপ্রেমিক প্রভৃতি মার্কা সংগঠন। সংখ্যাগুরু দলিত যুবকদের সংঘ পরিবারের জালে আটকানোর জন্য তারা এ মুখোশ ব্যবহার করে থাকে। এ সংগঠনেরর মূল উদ্দেশ্য দেশে শত শত বছর ধরে চলে আসা অসম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থাপনাকে টিকিয়ে রাখা এবং সমস্ত জঙ্গীগোষ্ঠীর উপর ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যও প্রাবল্য চিরকালের জন্য অক্ষুন্ন রাখা। এজন্য তারা যে কোন ধরনের সীমা অতিক্রম করতে প্রস্তুত এবং সময় ও সুযোগ অনুসারে স্বতন্ত্র চাক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করতে থাকে। বিংশ শতাব্দিতে তাদের একটা সফল হাতিয়ার ছিল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা উসকে দেওয়া। এরা আজো এ হাতিয়ার হাতে তুলে নেয়।

অবশ্য একবিংশ শতাব্দিতে আরএসএস তাদের কর্ম পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধানো ছাড়াও 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদ' তত্ত্ব উদ্ভব করার অত্যন্ত ভয়ানক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এ ষড়যন্ত্রে আরএসএস, গোয়েন্দা (আই বি) বিভাগে থাকা সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্য লবির পূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছে। এছাড়াও এ উদ্দেশ্য সাধনে তারা আরএসএস-র চেয়েও মারাত্মক সাম্প্রদায়িক "অভিনব ভারত" নামে একটি পৃথক উপদল সৃষ্টি করেছে এবং এর মাধ্যমে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রের জাল বোনার সূচনা করেছে।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশেষ করে ২০০২ সাল থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে দেশে যে ক'টা বড় মাপের বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে তা ছিল এ ষড়যন্ত্রের একটা অংশ মাত্র। ঐ

বোমা বিস্ফোরণ, তার প্রচার-প্রোপাগান্ডা ও তদন্তের ক্ষেত্রে একই পন্থা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। যে দিন বোমা বিস্ফোরণ ঘটত সে দিনই আইবি তার সঙ্গে কোন মুসলিম সংগঠনের নাম জড়িয়ে দিত। অতঃপর পরবর্তী দু'তিন দিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলমান যুবকদের ধরে নিয়ে এসে তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ ও গ্রেপ্তারকৃত ''সন্দেহ জনক সন্ত্রাসবাদীদের'' ছবি টিভি ও পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হত। তারপর দুরদর্শনে ''আলোচনা'', পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও বিশ্লেষণমূলক লেখার মাধ্যমে বিষয়টিকে উত্তপ্ত করে রাখা হত এবং এ বিস্ফোরণের কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পর আরো একটা বিস্ফোরণ ঘটানো হত। এবং পূর্ববৎ এ বিস্ফোরণের প্রচার চালানো হত। পাঁচ'ছ বছর যাবৎ এ পাঁয়তারা চালানো হল।

২০০৬ সালে নানদেড়ে সংঘটি বোমা বিস্ফোরণে এ পন্থায় কিঞ্চিৎ অচলাবস্থা সৃষ্টি হল। কারণ এ ঘটনায় বোমা তৈরী করার সময় তা বিস্ফোরণ হওয়ায় আরএসএস এবং বজরং দলের ২ জন সন্ত্রাসী নিহত এবং চারজন সন্ত্রাসী আহত হয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রচার মাধ্যম এ বিস্ফোরণ ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তেমন প্রচার করেনি। কিছু দিন বিরতির পর আবার আগের মত বোমা বিস্ফোরণের ধারা চালু হয়ে গেল এবং আই বি বিভাগ ঐ বিস্ফোরণের সমস্ত দায় মুসলিম সংগঠনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। এটিএস-র মত তদন্তকারী কর্তাদের মাধ্যমে মুসলমান যুবকদের গ্রেফতার করা এবং মন খুলে প্রচার মাধ্যমে তা রটানো শুরু করে দেয়। এভাবে দেশে মুসলিম সন্ত্রাসবাদের ভূত অবিষ্কার করার আরএসএসীয় ষড়যন্ত্র ক্রমশ সফল হতে থাকে।

অবশ্য পুলিশ অফিসার হেমন্ত কারকারে মহাশয় এ ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে দেন। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে তিনি এমন কিছু নথি হস্তগত করেন যাতে কেবল ২০০৮ সালের মালেগাঁও কান্ডই নয় বরং ইতিপূর্বে সংগঠিত প্রায় সব বড় বড় বোমা বিস্ফোরণে আরএসএস 'অভিনব ভারত' ও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনগুলোর জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও ২০০৮ সালের মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণের তদন্ত চলাকালীন হেমন্ত কারকারেকে হত্যা করা হয়। তবে এ ব্যাপারে তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরার ফলে কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণের নতুন করে তদন্ত করা হলে, তাতে সংঘ পরিবারের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে কয়েকটি ব্যাপারে বোমা তৈরী বা রাখার সময় বিস্ফোরণ ঘটায় তা অপনা থেকেই জনসমক্ষে চলে আসে এবং তাতেও আরএসএস সন্ত্রাসীদের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমার জানা মতে বর্তমানে সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে অন্তত ১৮টি মামলা মুলতুবি রয়েছে। এর মধ্যে আরএসএস-র নামে ১৪টি মামলা রয়েছে। আরো কয়েকটি

বিস্ফোরণের তদন্ত হলে নির্ঘাত এ সংখ্যা আরো বাড়বে। এভাবে আরএসএস নামে যে সংগঠনটিকে ৯০ বছর ধরে একটি সাংস্কৃতিক, সামাজিক, সুসংগঠিত ও দেশপ্রেমিক সংগঠন হিসাবে মনে করা হত- সেই সংগঠনটিই দেশের সব চাইতে ভয়ানক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হওয়ায় গোটা দেশে ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের উৎস হিসাবে জনগণের সামনে প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০০৮ সালের মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণ
সন্ত্রাসবাদী বোমা বিস্ফোরণের প্রথম সঠিক তদন্ত

২০০৮ সালের ২৯ নভেম্বর মালেগাঁও-র জনবহুল 'ভিকু চক' -এ শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ৬ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়। গোয়েন্দা বিভাগ (আই.বি.) প্রতিবারের মতই সিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদীন ও জাইশে মোহাম্মাদীর মত মুসলিম সংগঠনগুলির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে, এবং প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা ও দূরদর্শন চ্যানেলগু : ব্যাপকভাবে তা প্রচার করে। তবে এ বিস্ফোরণের ৩ মাস পূর্বে মহারাষ্ট্রে ATS -র দায়িত্ব গ্রহণ কারী হেমন্ত কারকারে কেবলমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তদন্ত করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি কল্পনা ও অনুমান নির্ভর না করে ফৌজদারি আইন ও পুলিশ নির্দেশ গ্রন্থে লিখিত কর্মপন্থা অনুসারে যথাযথ স্বচ্ছতা সহকারে তদন্ত শুরু করতে থাকেন।

তিনি সর্বপ্রথম অকুস্থল পরিদর্শন করেন, সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন একটি মটর সাইকেলে রক্ষিত RDX-র মত বিস্ফোরক দ্রব্যের মাধ্যমে এ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। ঐ মটর সাইকেলের মালিকের অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, সেটা ছিল সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের। যিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) অভিনব ভারত ও ভি এইচ পি'র দুর্গা বাহিনীর মত সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাকে তৎক্ষনাৎ গ্রেপ্তার করা হয় এবং কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের পর শ্যামল সাউ ও শিবনারায়ণ কুলসিংরার নাম উঠে আসে। এরা উভয়ে ছিল আরএসএস ও বিজেপির সঙ্গে জড়িত। পুলিশ এদেরও গ্রেপ্তার করে।

এ তিন জনকে কঠোর জিজ্ঞাসবাদের ফলে এ ষড়যন্ত্রে যুক্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রসাদ পুরোহিত (অবসরপ্রাপ্ত), মেজর রমেশ উপাধ্যায়, জম্মুতে অবস্থিত সারদা পীঠ এর মহন্ত দয়ানন্দ ও সমীর কুলকার্নীর মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম উঠে আসে। এ বারে পুলিশ মোট ১১ জনকে বন্দী করে সঠিক তদন্তের সূচনা করে।

তদন্ত চলাকালীন হেমন্ত কারকারে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুরোহিত এবং দয়ানন্দ পান্ডের কাছ থেকে তিনটি ল্যাপটপ উদ্ধার করে। তাতে বিযাক্ত তথ্য অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্যবাদী দেশের নীল নকশা ভরা ছিল। তাতে অভিনব ভারত নামক সংগঠনের সম্পর্কে তথ্য এবং দেশ জুড়ে সংগঠিত তার মিটিংয়ের অডিও/ভিডিও রেকর্ডও বিদ্যমান ছিল। এসব তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সামনে উঠে আসে ঃ

১) ২০০২-২০০৩ সালে মধ্যপ্রদেশের কয়েকজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি অভিনব ভারত নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে।

২) দেশে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকারকে খতম করে সংবিধান অনুসারে বর্তমান গণতান্ত্রিক প্রশাসনকে উৎখাত করে তদস্থলে বেদ ও স্মৃতির ভিত্তিতে আর্যাবর্ত হিন্দুরাষ্ট্র (ব্রহ্মণ্যবাদী দেশ) প্রতিষ্ঠা করা এ সংগঠনের আসল লক্ষ্য।

৩) এ জন্য তারা নেপাল ও ইজরায়েলের মত পরাশক্তি এবং নাগা-উগ্রপন্থীদের সাহায্য গ্রহণ করছিল।

৪) দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসার ও অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য তারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতো এবং মুসলমানদের ঘাড়ে তার দোষ চাপিয়ে দিত।

৫) আরএসএস এবং বিজেপির সঙ্গে তাদের গভীর যোগাযোগ ছিল। অভিনব ভারত এবং আরএসএস-র মধ্যে উগ্রপন্থা প্রিয় ব্রহ্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও বিদ্যমান।

(২০০৮ সালে জানুয়ারী মাসে ফরীদাবাদে সংঘটিত অধিবেশনের ভিডিও রেকর্ড লিখিত রূপে ২০০৮ সালের মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণের চার্জশিটের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে। এই চার্জশিটের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো পরিশিষ্ট 'ক'-য় উল্লেখ করা হয়েছে।)

হেমন্ত কারকারে ২০০৮ সালের ২৪ আগস্টের পূর্বেই অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশাতেই এ অপরাধের তদন্ত প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন বটে, তবে চার্জশিট আকারে তা কোর্টে দাখিল করতে পারেননি। এই চার্জশিট তাঁর মৃত্যুর পর ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে দাখিল করা হয়, যাতে গ্রেপ্তার কৃত ১১ জন উগ্রপন্থী সহ মোট ১৪ জন উগ্রবাদীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তাদের নামগুলি যথাক্রমে ঃ

১) সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর

২) শ্যামলাল সাউ

৩) শিব নারায়ণ কুলসিংরা

৪) লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুরোহিত

৫) (অবসর প্রাপ্ত) মেজর রমেশ উপাধ্যায়

৬) মহন্ত বিদ্যানন্দ পান্ডে (ওরফে সুধাকর দ্বিবেদী)

৭) সমীর কুলকার্নী

৮) অজয় রাহীরকর

৯) রাকেশ ধাওড়ে

১০) জগদীশ মহাত্রে

১১) সুধাকর চতুর্বেদী

১২) রামজী কুলসিংরা (পলাতক)

১৩) সন্দীপ ডাঙ্গে

১৪) প্রবীন মাতালেক (পলাতক) (পরে একে গ্রেপ্তার করা হয়)

এসব উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীরা ছিল ভারতের নাগরিক এবং আরএসএস-র সঙ্গে সম্পৃক্ত।

২০০৮ সালের মালেগাঁও তদন্তে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুরোহিত প্রসাদ এবং সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং এর নারকো টেষ্ট ও ব্রেনম্যাপিং করা হয়েছিল, যাতে প্রমাণিত হয়, ইতিপূর্বে কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল যে, যেমন সমঝোতা এক্সপ্রেস, মালেগাঁও ২০০৬, আজমীর শরীফ ও মক্কা মসজিদ (হায়দ্রাবাদ) প্রভৃতি। সেগুলো ঘটিয়েছিল অভিনব ভারতের চরমপন্থীরা। অথচ পরবর্তী কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সে অপরাধের কোন তদন্ত হয়নি।

অনুরূপভাবে হেমন্ত কারকারে যে তিনটি ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন তার একটিতে উগ্রপন্থী সংগঠন 'অভিনব ভারত'-র পূর্ণাঙ্গ তথ্য মজুদ ছিল। অন্য দুটিতে ছিল সারা দেশে অভিনব ভারতের অনুষ্ঠিত অধিবেশনগুলির অডিও/ভিডিও রেকর্ডিং এর ৪৮টি ক্লিপস। হেমন্ত কারকারে তাঁর জীবদ্দশায় ৩ টি ভিডিও ক্লিপ এবং ২টি অডিও ক্লিপকে লিখিত আকারে পেয়ে সে সম্পর্কে তদন্ত করেছিলেন। অবশিষ্ট ৪৩টি ক্লিপের পাঠ ও

তদন্ত অদ্যাবধি বাকি আছে। হেমন্ত কারকারের মৃত্যুর ২ মাস পর অর্থাৎ ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে দাখিল করা চার্জশিটে ৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে ঃ

বাজেয়াপ্তকৃত ল্যাপটপে অধিবেশনগুলির কথোপকথন, পেন ড্রাইভ এবং মোবাইল ফোন ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথনের প্রচুর তথ্য ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাব থেকে উদ্ধার হয়েছে। এর অধ্যায়ন জরুরী। অনুরূপভাবে কয়েকটি অডিও এবং ভিডিও কে লিখিতরূপ দেয়ার কাজ ও অব্যাহত রয়েছে। (চার্জশির্টের ৬৯ পৃষ্ঠার নকল পরিশিষ্ট 'খ'-এ উল্লেখ রয়েছে)

এ চার্জশিট দাখিল করে ৬ বছর ৯ মাস অতিক্রান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত তদ সংক্রান্ত কোন রকমের তদন্তের অগ্রগতি হয়নি। যা থেকে প্রমাণ হয় সরকার ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রকে ধামা চাপা দিয়ে রাখতে চায়।

(গুজরাতের) মোদাসায় সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং কয়েক জন আহত হয়। মৃতদের সংখ্যা এড়িয়ে গিয়ে যদি মালেগাঁও এবং মোদাসা বোম বিস্ফোরণকে লক্ষ্য করলে কয়েকটি বিষয় সমভাবে দৃষ্ট হয়। যেমন বিস্ফোরণ দুটি একই দিনে ও প্রায় একই সময়ে ঘটে। দুটো বিস্ফোরণেই RDX ব্যবহার করা হয়েছিল। এবং বিস্ফোরক দ্রব্য রাখার জন্য দু'জায়গাতেই দুচাকার গাড়ি (বাইক) ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণের তদন্ত যে দ্রুত গতিতে সততা সহকারে হেমন্ত কারকারের নেতৃত্বে এটিএস সম্পন্ন করেছিল; তদ্রুপ তদন্ত মোদাসা বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠেনি। পরে তার তদন্তভার এনআইএ-র উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। তবে অদ্যাবধি তা সম্পন্ন হয়নি এবং এর তদন্ত হিমঘরে পড়ে রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

(আজমীর শরীফ, মক্কা মসজিদ হায়দ্রাবাদ ও সমঝোতা এক্সপ্রেস)-এর পুনঃতদন্তে পুরো চিত্রটাই পাল্টে গেছে

২০০৭ সালের ১১ অক্টোবর রাজস্থানের আজমীর শরীফে বোমা বিস্ফোরিত হয়। এর ২ মাস পূর্বে অর্থাৎ ১৮ আগষ্টে হায়দ্রাবাদের মক্কা মসজিদে বোমা বিস্ফোরিত হয় তাতে ৯ জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়েছিল। ঐ বিস্ফোরণ দুটির অব্যবহিত পরেই আই বি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'লস্কর তৈবা', 'হারকাতুল মুজাহিদীন', 'জৈশে মুহাম্মদ' এবং 'সিমি' প্রভৃতি মুসলিম সংগঠনের ঘাড়ে বিস্ফোরণের দায় চাপিয়ে দেয় এবং সমস্ত প্রচার মাধ্যম এ ব্যাপারে কোন সত্যতা যাচাই না করে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে।

মূলরহস্য হল এই উভয় বিস্ফোরণে যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বোম ডিটোনেট করা হয়েছিল এক সপ্তাহের মধ্যে স্থানীয় পুলিশ তার সিমকার্ড দুটোর কথা জানতে পেরেছিল। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কৃত বোমা বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে তদন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে সিমকার্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। আর.এ. সূত্রের সন্ধান পেলে পুরো অপরাধটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে। কিন্তু কয়েকটি 'অজুহাতের' ভিত্তিতে সম্ভবত গোয়েন্দা বিভাগের চাপের ফলে স্থানীয় পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ এ প্রমাণটি গোপন করে। ঠিক এর বিপরীত দিকে এ বিস্ফোরণটিও মুসলিম সংগঠনগুলির অপকর্ম হওয়ার সন্দেহে হাওয়া দিতে থাকে এবং প্রচার মাধ্যমগুলি ব্যাপকভাবে বিষয়টির প্রচার অব্যাহত রাখে। এভাবে ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল এই তিন বছরের মধ্যে সজ্ঞানে ভুল তদন্তের নামে অসংখ্য নিরপরাধ মুসলিম যুবকদের ধরপাকড় অক্ষুন্ন রাখে।

তবে ২০০৮ সালের মালেগাঁও তদন্তে যখন ২০০৮ সালে যে, লেফটেন্যান্ট পুরোহিতের নার্কো টেস্ট করা হয়, তখন তারা স্বীকার করেছিলেন আজমীর শরীফ বোমা বিস্ফোরণের জন্য তারাই RDX সরবরাহ করেছিল। সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং এবং অজয় রাহির ও তাঁর উত্তরে এর সত্যতা স্বীকার করেছে। এছাড়াও হেমন্ত কারকারে যে ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন তাতে একটা মিটিংয়ের লিখিত রূপ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, অভিনব ভারতের উগ্রপন্থীরা করে নেয় যে তারা বোমা বিস্ফোরণে জড়িয়ে ছিল বলে তারা স্বীকার করে।

উল্লেখিত ঘটনাগুলি সংঘটিত হওয়ার পর জনগণের পক্ষ থেকে নতুন করে আজমীর শরীফের বোমা বিস্ফোরণ তদন্তেরর দাবী সোচ্চার হতে থাকলে শেষপর্যন্ত রাজস্থান সরকারকে

এর সমানে নতি স্বীকার করতে হয় এবং এ অপরাধের পুনরায় তদন্ত করার জন্য সরকার ২০১০ সালে বিশেষ তদন্ত কমিশন (S I T) গঠন করে। S I T অত্যন্ত সততা সহকারে তদন্ত করে উল্লেখিত বোমা বিস্ফোরণে 'আরএসএস', 'অভিনব ভারত' ও 'জয় বন্দে মাতরম' সংগঠনের উগ্রপন্থীদের জড়িত থাকার অকাট্য প্রমাণ পেশ করে ২০ অক্টোবর ২০১০ সালে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে। S I T তাদের চার্জশিটে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, উল্লেখিত অপরাধে জড়িত কয়েকজন অপরাধী আরএসএস-র উচ্চ পর্যায়ের পদাধিকারীও রয়েছে বলে তাদের পদের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছিল।

অতঃপর N I A ২০১১ সালে আজমীর শরীফ বোমা বিস্ফোরণের পুনরায় তদন্ত শুরু করে। N I A রাজস্থান S I T কর্তৃক কৃত তদন্তে সহমত পোষণ করে তদ্রুপ আরো একটি চার্জশিট দাখিল করে। অনুরূপভাবে N I A মক্কা মসজিদ (হায়দ্রাবাদ) বোমা বিস্ফোরণের তদন্ত করে, এ বিস্ফোরণ ও 'আরএসএস', 'অভিনব ভারত' এবং 'জয় বন্দে মাতরমের" লোকজনই ঘটিয়েছে। একথা প্রমাণ করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। এ উভয় অপরাধের অভিযুক্তরা একই। আর এরা সবাই আরএসএস ও অন্যান্য সংগঠনের যে যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের নাম ঃ

১) সুনীল যোশী— আর এস এস-র মধ্যপ্রদেশের মহু জেলার জেলা প্রচারক।

২) সন্দীপ ডাঙ্গে— মধ্যপ্রদেশের শাহজাহানপুর জেলার আরএসএস-র প্রাক্তন জেলা প্রচারক। (২০০৫-২০০৮)

৩) দেবেন্দ্র গুপ্তা— ঝাড়খন্ডের জামতাড়া জেলার আরএসএস-র জেলা প্রচারক।

৪) চন্দ্র শেখর লিভে—মধ্যপ্রদেশের শাহাজাহানপুর জেলার আরএসএস-র জেলা প্রচারক।

৫) রামজী কুলসিংরা—আরএসএস এবং অভিনব ভারতের গোঁড়া সদস্য।

৬) লোকেশ শর্মা — জয় বন্দেমাতরম এবং আরএসএস-র গোঁড়া সদস্য।

৭) শিবম ধাকড়—জয় বন্দেমাতরম এবং আরএসএস-র গোঁড়া সদস্য।

৮) সুমেন্দ্র— জয় বন্দেমাতরম এবং আরএসএস-র গোঁড়া সদস্য।

৯) প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর জয় বন্দেমাতরাম ও অভিনব ভারতের মধ্যে সমন্বয় সাধক। আরএসএসের সর্বোচ্চ নেতা এবং প্রমুখ মার্গ দর্শক।

১০) স্বামী অসীমানন্দ

সমঝোতা এক্সপ্রেস বোমা বিস্ফোরণ-২০০৭ঃ

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্ক মনোরম করার লক্ষে উদ্বোধন করা সমঝোতা এক্সপ্রেস-এ ২০০৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারীতে ট্রেনটি হরিয়ানা রাজ্য হয়ে যাওয়ার সময় পানিপথের কাছে বড় বিস্ফোরণ ঘটে। তাতে ৬৮ জন নিহত এবং বেশ কিছু লোক আহত হয়েছিল।

আসলে মক্কা মসজিদ ও আজমীর শরীফ বোমা বিস্ফোরণের মতই এ বিস্ফোরণের রহস্য ও এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ ২০০৭ সালের মার্চ মাসে জন সমক্ষে প্রকাশ হতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের চাপের ফলে আগামী চার বছর পর্যন্ত তার পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খ তদন্ত হতে পারল না। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকটি তত্ত্ব উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

২০০৭ সালের মার্চ মাসে এ ঘটনা সম্পর্কিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুত্র হরিয়ানা পুলিশের হস্তগত হয়েছিল এবং আরো তদন্তের জন্য তারা মধ্যপ্রদেশের ইনদৌরে পৌঁছেছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কয়েকটি কারণে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ হরিয়ানা পুলিশকে সাহায্য করতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃতি জানায়। যে জন্য তাদের হতাশ হয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়।

অতঃপর ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে 'মালেগাঁও ২০০৮'-র অপরাধী লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুরোহিতের নার্কো টেস্টের দ্বারা সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা বিস্ফোরণে তার জড়িত থাকা প্রমাণিত হয়েছিল। তবে গোয়েন্দা বিভাগ হস্তক্ষেপ করে বিশ্বের দরবারে ভারতের দুর্নাম-র ভয় দেখিয়ে মহারাষ্ট্র এটিএস-কে বাড়তি তদন্ত করতে বাধা দেয়।

তবে হেমন্ত কারকারের মাধ্যমে মালেগাঁও ২০০৮-র তদন্তে, এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য বিস্ফোরণে আরএসএস, অভিনব ভারত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনের দেশব্যাপী বিস্তৃত ষড়যন্ত্রের আবরণ উন্মোচিত হওয়ার ফলে সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণের কোন স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে পুনরায় তদন্ত করার দাবী প্রবল হতে থাকে। কাজেই ২০১০ সালে এ তদন্তভার জাতীয় তদন্ত সংস্থা (N I A)-র উপর অর্পিত হয়। ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, হরিয়ানা পুলিশ এ অপরাধ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সংগ্রহ করেছিল। N I A ও সেই সব সূত্রের ভিত্তিতে তদন্ত আগিয়ে নিয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে আজমীর শরীফ ও মক্কা মসজিদ বোমা বিস্ফোরণে আটক আরএসএস-র সর্বোচ্চ নেতা স্বামী অসীমানন্দ ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে মক্কা মসজিদ কান্ডে নিজেকে জড়িত থাকার স্বীকৃতি দিয়েছে তিনি কেবল ঐ দুটি বিস্ফোরণে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেননি বরং মালেগাঁও ২০০৬ এবং সমঝোতা এক্সপ্রেস ২০০৭ এর বিস্ফোরণ ও আরএসএস অভিনব ভারত এবং জয় বন্দেমাতরম এর মত ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনগুলোই

চতুর্থ অধ্যায়

'মালেগাঁও-২০০৬' এর পুনঃতদন্ত

নিরপরাধ মুসলমানদের পাঁচ বছর পর মুক্তি

২০০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর দুপুর ১.৫০-এ মালেগাঁও এ চারটে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। তার মধ্যে হামীদিয়া মসজিদ ও বড় কবরস্থান এলাকায় তিনটে এবং মুশাঅরাত চকে একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়।

প্রথম দিকে স্থানীয় পুলিশ ঠিকঠাক তদন্ত করছিল। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ও তাদের হস্তগত হয়েছিল। নাসিক অঞ্চলের ইন্সপেক্টর জেনারেল (সহপরিদর্শক) ঘোষণা দেন, অতিসত্ত্বর তিনি অপরাধীদের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হবেন। কিন্তু পরবর্তী দুদিনে গোয়েন্দা বিভাগ তদন্তে হস্তক্ষেপ শুরু করে দেয় এবং তাদের হাতে তৈরী কাঠের পুতুল মহারাষ্ট্রের এটিএস এর তদানিন্তন প্রধান কে. পি. রঘুবংশীর ইন্ধনে তদন্তের সম্পূর্ণ গতিমুখ ভিন্নপথে ঘুরিয়ে দেয়। এটিএস কোন প্রমাণ ছাড়া মুসলমান যুবকদের ধরপাকড় শুরু করে দেয় এবং কয়েকদিনের মধ্যে 'তদন্ত' সম্পূর্ণ করে ১৩ জন অপরাধীর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দাখিল করে। তাদের মধ্যে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৪ জন অপরাধীকে ফেরার ঘোষণা করে হয়। গ্রেপ্তারকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে চার্জশিটে নিম্নলিখিত প্রমাণ উল্লেখ করা হয়।

১) ৪ জন অপরাধীর দোষ স্বীকৃতি পত্র (পরে তারা অস্বীকার করে)

২) ২ জন গোপন (নাম প্রকাশ ব্যতীত) সাক্ষীর বিবরণ।

৩) ১ জন অপরাধীর গ্যারাজে প্রাপ্ত মাটির নমুনা এবং বিস্ফোরণের পর অকুস্থলে বোমার একটি নমুনায় সাদৃশ্য সম্পর্কিত ফরেনসিক রিপোর্ট ইত্যাদি।

অপরাধীদের বিরুদ্ধে উল্লেখিত প্রমাণ এত হালকা এবং হাস্যাম্পদ ছিল যে, ক্রমশ তার স্বরূপ উদ্যাঘাটিত হতে থাকে এবং চার্জশীটে বর্ণিত বর্ণনাগুলোর অসত্যতা স্পষ্ট হতে লাগল, যেমন—

১) মোঃ যাহেদ আনসারী যার নামে চার্জশিটে ৮/৯/২০০৬ তারিখে মুশাঅরত চকে বোমা রাখার অপবাদ লাগানো হয়েছিল। তিনি সেই দিন ও সময়ে মালেগাঁও থেকে ৭০০ কিলোমিটার দূর 'আয়ুত মহল' জেলার ফুলসিংভী নামক একটা ছোটগ্রামে নামায

চতুর্থ অধ্যায়

‘মালেগাঁও-২০০৬’ এর পুনঃতদন্ত

নিরপরাধ মুসলমানদের পাঁচ বছর পর মুক্তি

২০০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর দুপুর ১.৫০-এ মালেগাঁও এ চারটে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। তার মধ্যে হামীদিয়া মসজিদ ও বড় কবরস্থান এলাকায় তিনটে এবং মুশাঅরাত চকে একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়।

প্রথম দিকে স্থানীয় পুলিশ ঠিকঠাক তদন্ত করছিল। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ও তাদের হস্তগত হয়েছিল। নাসিক অঞ্চলের ইন্সপেক্টর জেনারেল (সহপরিদর্শক) ঘোষণা দেন, অতিসত্ত্বর তিনি অপরাধীদের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হবেন। কিন্তু পরবর্তী দুদিনে গোয়েন্দা বিভাগ তদন্তে হস্তক্ষেপ শুরু করে দেয় এবং তাদের হাতে তৈরী কাঠের পুতুল মহারাষ্ট্রের এটিএস এর তদানিন্তন প্রধান কে. পি. রঘুবংশীর ইন্ধনে তদন্তের সম্পূর্ণ গতিমুখ ভিন্নপথে ঘুরিয়ে দেয়। এটিএস কোন প্রমাণ ছাড়া মুসলমান যুবকদের ধরপাকড় শুরু করে দেয় এবং কয়েকদিনের মধ্যে ‘তদন্ত’ সম্পূর্ণ করে ১৩ জন অপরাধীর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দাখিল করে। তাদের মধ্যে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৪ জন অপরাধীকে ফেরার ঘোষণা করে হয়। গ্রেপ্তারকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে চার্জশিটে নিম্নলিখিত প্রমাণ উল্লেখ করা হয়।

১) ৪ জন অপরাধীর দোষ স্বীকৃতি পত্র (পরে তারা অস্বীকার করে)

২) ২ জন গোপন (নাম প্রকাশ ব্যতীত) সাক্ষীর বিবরণ।

৩) ১ জন অপরাধীর গ্যারাজে প্রাপ্ত মাটির নমুনা এবং বিস্ফোরণের পর অকুস্থলে বোমার একটি নমুনায় সাদৃশ্য সম্পর্কিত ফরেনসিক রিপোর্ট ইত্যাদি।

অপরাধীদের বিরুদ্ধে উল্লেখিত প্রমাণ এত হালকা এবং হাস্যাস্পদ ছিল যে, ক্রমশ তার স্বরূপ উদ্যাঘাটিত হতে থাকে এবং চার্জশীটে বর্ণিত বর্ণনাগুলোর অসত্যতা স্পষ্ট হতে লাগল, যেমন—

১) মোঃ যাহেদ আনসারী যার নামে চার্জশিটে ৮/৯/২০০৬ তারিখে মুশাঅরত চকে বোমা রাখার অপবাদ লাগানো হয়েছিল। তিনি সেই দিন ও সময়ে মালেগাঁও থেকে ৭০০ কিলোমিটার দূর ‘আয়ুত মহল’ জেলার ফুলসিংভী নামক একটা ছোটগ্রামে নামায

পড়াচ্ছিলেন। সে গ্রামের সব মুসলমানরা এ ব্যপারে হলফনামা পেশ করেন।

২) চার্জশিটে যে অপরাধীর নামে বলা হয়েছিল, সেই মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণের নাটের গুরু, অন্য এক শাব্বীর মাসীহুল্লাহকে এই বিস্ফোরণের দু'মাস আগে মুম্বাই পুলিশ অন্য এক ব্যাপারে গ্রেপ্তার করেছিল এবং তখন থেকেই তিনি জেলের মধ্যেই রয়েছেন।

৩) নূরুলহুদা নামে অন্য আরেকজন অপরাধীর প্রতি বহু পূর্ব থেকে পুলিশের নজরদারি ছিল।

এভাবে ক্রমাগত যখন আরটিএস-র মিথ্যা ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে ঠিক তখনই এটিএস বিশাল ধাক্কা খায়, যখন আজীমর শরীফ ও মক্কা মসজিদের বিস্ফোরণ মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া স্বামী অসীমানন্দ ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে আদালতের সামনে স্বীকার করে যে ২০০৬ সালের মালেগাঁও বিস্ফোরণেও তিনি সহ 'জয় বন্দেমাতারম', 'অভিনব ভারত' এবং 'আরএসএস'-এর সন্ত্রাসীরা জড়িত ছিল। তিনি আদালতের সামনে আরো স্বীকার করেন যে এ ব্যাপারে গ্রেপ্তারকৃত মুসলমান যুবকরা নিরপরাধ। এরপরে এই বোমা বিস্ফোরণের নতুন করে কোন স্বাধীন সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করার দাবী জোরদার হতে লাগল। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১১ সালের মার্চ মাসে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে এনআইএ-এর উপর এ তদন্তের দায়িত্ব ন্যস্ত করে। অভিযুক্তরা জেলেই ছিল। কারণ হাইকোর্ট ও তাদের জামিনের সমস্ত আবেদন নাকচ করে দেয়। এনআইএ-র উপর তদন্তভার ন্যাস্ত হওয়ায় দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে স্বামী অসীমানন্দের পেশ করা কবুলিয়াতের ভিত্তিতে তাদের জামানাতের আবেদন পুনরায় আদালতে পেশ করা হয়। ততদিনে এনআইএ বহু তদন্ত সেরে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, গ্রেপ্তার কৃত যুবকদের বিরুদ্ধে কোন মজবুত প্রমাণ নেই, সে জন্য তারা অভিযুক্তদের জামিন প্রাপ্তির কোন বিরোধিতা করেননি এবং ৫/১১/২০১১ তারিখে পুরো পাঁচ বছর পর ঐ ৯ জন অভিযুক্ত জামিন পেয়ে যায়। অতঃপর এনআইএ তদন্ত সম্পূর্ণ করে। তাদের পুনঃতদন্তে প্রমানিত হয় যে ইতিপূর্বে গ্রেপ্তারকৃত মুসলমান যুবকরা ছিল নিষ্পাপ এবং আরএসএস, জয় বন্দেমাতারম এবং অভিনব ভারতের নিম্মলিখিত সন্ত্রাসীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়ঃ

১) সুনীল যোশী

২) সন্দীপ ডাঙ্গে

৩) লোকেশ শর্মা

৪) রামচন্দ্র কুলসিংরা

৫) রমেশ ভেঙ্কট মহালকর

৬) মনোহর নরওয়ারিয়া, ৭) রাজেন্দ্র চৌধুরী ওরফে লক্ষন দাস মহারাজ, ৮) ধন সিং শিব সিং, ওরফে রাম লক্ষণ দাস মহারাজ

উল্লেখিত অভিযুক্তদের মধ্যে ৩,৬,৭ ও ৮ নম্বর অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে ১ নম্বর অভিযুক্তকে হত্যা করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩ জন অভিযুক্ত ফেরার।

তদন্তে একথা প্রমাণিত যে মূল অভিযুক্তরা এ বিস্ফোরণের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে মধ্যপ্রদেশের বগলী নামক স্থানে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত করেছিল। ঐ প্রশিক্ষণ শিবিরে সুনীল জোশী ও লোকেশ শর্মা অস্ত্র পরিচালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। অতঃপর ২০০৬ সালের জুন/জুলাই মাসে 'ইন্দোর'-র এক বাড়িতে তারা একত্রিত হয়েছিল। ঐ বাড়িতে আগেই রামচন্দ্র কুলসিংরা ও রমেশ মালকর বোমা তৈরীর সরঞ্জাম এনে রেখেছিল। এই বাড়িতেই সন্দীপ ডাংগের নির্দেশও তত্ত্বাবধান অনুসারে বোমা তৈরী করা হয়। এর পর কয়েকজন অভিযুক্ত মালেগাঁও সফর করে ৩ বার পরিদর্শন করে ৮/৯/২০০৬ তারিখে শবেবরাতের সময় রামচন্দ্র কুলসিংরা, ধনসিং শিবসিং, রাজেন্দ্র চৌধুরী এবং মনোহর নওয়ারিয়া সিদ্ধান্তকৃত স্থানে বোমা রেখে দেয়।

উল্লেখিত তদন্ত সম্পন্ন করে ২০১৩ সালের মে মাসে এনআইএ ৮ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পূর্বে গ্রেপ্তার কৃত ৯ জন মুসলমান যুবকদের নিরপরাধ সাব্যস্ত করে আদালতে রিপোর্ট দাখিল করেনি কেন? কারণ তদন্ত সংস্থার উপর শক্তিশালী আরএসএস-র আইবি বিভাগের চাপ রয়েছে।

ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির ষড়যন্ত্রের জন্য প্রচার মাধ্যমের সহানুভূতি ঃ

এনআইএ-র পুনরায় তদন্তে আরো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রহস্য জনসমক্ষে ফাঁস হয়েছে। এই বোমা বিস্ফোরণের পর ঐ সব সন্ত্রাসবাদীদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী লোকেশ শর্মা সেই দিন দিল্লী গিয়ে পাহাড় গঞ্জ এলাকার একটি এসটিডি বুথ থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যম দপ্তরে ফোন করে ঘোষণা করেছিল যে, এই বিস্ফোরণের দায়িত্ব 'ধর্মসেনা' নামক সংগঠনটি স্বীকার করছে। চার্জশিটেও এ কথাটির উল্লেখ্য থাকলেও সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল, কোনও বৃহৎ প্রচার মাধ্যম এটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি এবং কেউ তা প্রচারও করেনি। এ থেকে একথা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয় যে, সমস্ত প্রথম শ্রেণীর প্রচার মাধ্যমে আত্মগোপন কারী ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে আরএসএস সহ অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠিরা। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আরএসএস এবং অভিনব ভারতের দেশব্যাপী যে সব দেশদ্রোহী ষড়যন্ত্র ঘটে, প্রচার মাধ্যমে বিরাজ ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠীর সহমর্মিতা তারা লাভ করে।

পঞ্চম অধ্যায়

আপনা থেকে জনসমক্ষে আসা বোমা বিস্ফোরণগুলি

১। নান্দেড় বোমা বিস্ফোরণ ঃ

২০০৬ সালের ৫ এপ্রিল মধ্যরাতে নান্দেড়ে (PWD)-র অবসরপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্রী লক্ষণ রাজ কোঁড়ওয়ার এর বাড়ীতে আরএসএস ও বজরং দলের কিছু সন্ত্রাসবাদী দল RDX দিয়ে একটি শক্তিশালী বোমা তৈরী করতে করতে একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। এতে লক্ষণরাজ কোঁড়ওয়ারের ছেলে নরেশ রাজ কোঁড়ওয়ার এবং হিমাংশু পান্ডে মারা যায় এবং যোগেশ দাশ পান্ডে, রাহুল পান্ডে, মারুতি ওয়াঘা এবং যুবরাজ তাপ্তেদার এই ৪ জন আহত হয়। এরা সবাই আরএসএস ও বজরং দলের সদস্য এবং অভিনব ভারতের সন্ত্রাসবাদীদের বলয়ে ছিল।

আহতদের মদ্যে রাহুল পান্ডে এবং সঞ্জয় চৌধুরী নামে একজন অভিযুক্তের নার্কো টেস্টের পর স্বীকৃতি পত্র নথিভুক্ত করা হয়। তারা পরে স্বীকার করেছে যে আমরা সবাই আরএসএস এবং বজরং দলের সদস্য ছিলাম। তাছাড়া ও ২০০৩ সালে 'প্রভুনি', ২০০৪ সালে 'জালনা' ও 'পূর্ণায় আমরাই মসজিদে বোমা নিক্ষেপ করেছিলাম। এবং আমরা এতথ্য ও দিয়েছিল যে, আমরা যে শক্তিশালী বোমা তৈরী করছিলাম তা ঈদের দিন আওরংবাদের সবচেয়ে বড় মসজিদে রাখতাম। তারা আরও স্বীকার করেছে যে, আমরা 'পুনে' এবং অন্যান্য এলাকায় আরএসএস ও অভিনব ভারতের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ শিবিরে অস্ত্রচালনা এবং বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম।

উল্লেখিত বিবৃতির ভিত্তিতে পুলিশ পরবর্তী তদন্ত জারি রাখেন এবং মজবুত প্রমাণ সংগ্রহ করে নিম্নলিখিত সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে।

১) রাহুল পান্ডে

২) ডক্টর উমেশ দেশপান্ডে

৩) সঞ্জয় চৌধুরি

৪) হিমাংশু উপাধ্যায় (প্রয়াত)

৫) লক্ষনরাজ

৬) রামদাস মুলাঙ্গে

৭) নরেশ রাজ কোঁডওয়ার

৮) যোগেশ বিদোলকর

৯) মারুতি ওয়াঘ

১০) যুবরাজ তাপ্তেদার

১১) মিলনদা একদাতে।

তবে এছাড়াও অন্যান্য কয়েকজন বেক্তি এবং সংগঠনের বিরুদ্ধে শক্তপোক্ত প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা গ্রহণ করা হয়নি।

হিমাংশু পাঁশের মত একজন গুরুত্বপূর্ণ অভিযুক্ত যাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত তারা মুম্বাইয়ের বালাজী পাখরে, পুনের আকাংখা রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরে সন্ত্রাসবাদীদের বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণদাতা পুনের ২ জন অধ্যাপক, অধ্যাপক শরদ কুন্টে ও অধ্যাপক দেব, নাগপুরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরে চাঁদ মারিব প্রশিক্ষণ দাতা গোয়েন্দা বিভাগের প্রাক্তন সর্বোচ্চ আধিকারিক (মহারাষ্ট্রের প্রথম শ্রেণীর আইপিএস অফিসার) এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবিধান করা হয়নি।

অনুরূপভাবে প্রশিক্ষণ শিবিরে অনুষ্ঠিত করে সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্রচালনা এবং বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রশিক্ষণ দাতা ভোসলে মিলিটারি স্কুল (নাগপুর ও নাসিক)-এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার করা হয়নি। অপর পক্ষে এ প্রতিষ্ঠান আজও যুবকদের দৈহিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতির বিকাশ সাধনের জন্য অসংখ্য শিবির অনুষ্ঠিত করে থাকে এবং নিজেদেরর ওয়েবসাইটে এ সম্পর্কিত প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন প্রচার করে। মনে হয় ঐ সব শিবির থেকে 'উপযুক্ত' যুবকদের নির্বাচিত করা হয়। সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ দাতা এসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিরতরে নিষিদ্ধ করা জরুরী।

২) প্রভুনি (নভেম্বর ২০০৩)। ৩) জালনা (আগস্ট ২০০৪)। ৪) পূর্ণা (আগস্ট ২০০৪)।

২০০৬ এর নান্দেড় বোমা বিস্ফোরণের তদন্তে একথা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে ইতিপূর্বে সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণঃ যেমন ২০০৩ সালের নভেম্বর মাসে 'প্রভুনি'র মুহাম্মদিয়া মসজিদের বোমা বিস্ফোরণ, ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে জালনার কাদিরিফা মসজিদের বোমা বিস্ফোরণ এবং পূর্ণার মিরাজুল উলুম মাঁদ্রাসা/ মসজিদের বোমা বিস্ফোরণগুলি

ঘটিয়েছে নান্দেড় বোমা বিস্ফোরণের অভিযুক্তরা।

৫) ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে উত্তরপ্রদেশের কানপুর ঃ

২০০৮ সালে ২৪ আগস্ট উত্তরপ্রদেশের কানপুরে বজরং দলের সঙ্গে যুক্ত দুজন সন্ত্রাসবাদী গুরু রাজীব মিশ্র এবং ভুপ্রেন্দ্র সিং বোমা তৈরী করতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়। তদন্তে প্রকাশ তারা বৃহত্তর পরিমাণে বোমা বিস্ফোরণে ষড়যন্ত্রের ছক কষেছিল। রাজীব মিশ্রের বাড়ি থেকে এত পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, যে কানপুর রিজিয়নে আইজি, সাংবাদিকদের বলেন, এর মাধ্যমে গুজরাত বা ব্যাঙ্গালোরের মত ধ্বংস যজ্ঞ চালানো যেত। পুলিশ এত পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য ছাড়াও একটা ডায়েরি এবং মুসলিম অধ্যুষিত শহর ফয়জাবাদের মানচিত্রও উদ্ধার করে।

এ ঘটনার তদন্তকারী উত্তরপ্রদেশের স্পেশাল নাসিক ফোর্স (STF) সন্ত্রাসবাদীদের মোবাইল নম্বর উদ্ধার করেছিল। এ তদন্তে জানা যায় যে বিস্ফোরণ ঘটার দু'মাস আগে উল্লেখিত মোবাইল থেকে মুম্বাইয়ের দুটি বোমাবাইল ফোনে কয়েকবার যোগাযোগ করা হয়। পুলিশ জানতে পারে। মুম্বাইয়ের সিমকার্ড দু'টি নকল নামে কেনা হয়েছিল। অবশ্য পুলিশ অনায়াসে ঐ সিমকার্ড দুটির কল রেকর্ড জ্ঞাত হয়ে তার ভিত্তিতে মুম্বাইয়ের নাটেরগুরু দুটিকে শনাক্ত করতে পারত। কিন্তু সম্ভবত পুলিশ জ্ঞাতসারে গভীরভাবে তদন্ত করেনি এবং নকল নামে সিমকার্ড কেনা হয়েছে এই অজুহাতে তদন্ত অসম্পূর্ণ রাখে।

৬। ২০০৮ সালে নভেম্বর মাসে কেরালার 'কাননুরে''

২০০৮ সালের ১০ নভেম্বর কেরালার কাননুর জেলায় বোমা তৈরী করার সময় বিস্ফোরণ ঘটলে তাতে আরএসএস-র দুজন সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়। পরদিন সেই এলাকায় অনুসন্ধান করার সময় উল্লেখিত বিস্ফোরণ স্থল থেকে ২০০ মিটার দুরে অবস্থিত বিজেপি নেতা শ্রী প্রকাশনের বাড়িতে পুলিশের ১৮ ক্রোড বোমা হস্তগত হয়। পুলিশ তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে।

৭) ২০০৯ সালে গোয়ার মাড়গাঁও এ

২০০৯ সালের ১৬ অক্টোর দেওয়ালীর একদিন আগে মাড়গাঁও গ্রামে 'সনাতন সংস্থা' নামক সংগঠনের সন্ত্রাসবাদীরা বড় মাপের বোমা বিস্ফোরণের চেষ্টা চালায়। ঐ দিন সন্ধ্যায় দেওয়ালী পর্ব পালন করার জন্য বৃহৎসংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠীর যেখানে সমবেত হওয়ার কথা ছিল সেখানেই এ বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু সন্ত্রাসীদের ভাগ্য বিড়ম্বনার এবং ভারতের সৌভাগ্যের কারণে বোমা স্থাপন করার সময়েই তা বিস্ফোরিত হয় এবং তাতে সনাতন সংস্থার দুজন সন্ত্রাসী গুরু মল গুন্ডা প্যাটেল এবং যোগেশ নায়েক

নিহত হয়। অতঃপর পুলিশ দুটো তাজা বোমা নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

সন্ত্রাসীদের ষড়যন্ত্র ছিল, এ বোমা বিস্ফোরিত হলে মুসলমানদের প্রতি সন্দেহ জাগত। বিস্ফোরণ স্থলে একটা বাজারে থলে হস্তহত হয়। তাতে উর্দুতে 'খান মার্কেট' লেখা ছিল আর ছিল মুসলমানদের ব্যবহার্য একটি আতরের বোতল। এর নেপথ্য উদ্দেশ্য ছিল সুস্পষ্ট। বোমা রাখার সময় যদি বিস্ফোরণ না হয়ে এবং সন্ত্রাসীদের ষড়যন্ত্র অনুযায়ী পরে বিস্ফোরিত হত তাহলে আইবি এবং প্রচার মাধ্যমের ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক লবি আরো একবার মুসলিম সন্ত্রাসবাদের তত্ত্ব দাঁড় করাতে সক্ষম হত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেটা হয়নি।

এ ঘটনার আরো তদন্ত করার পর গোয়া পুলিশ সনাতন সংস্থা এবং অভিনব ভারত এর সন্ত্রাসী লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুরোহিত এবং প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের মধ্যকার গভীর সম্পর্কের ব্যাপারে অবহিত হয়।

গোয়া পুলিশ এ ঘটনার তদন্ত সম্পূর্ণ করে নিম্নলিখিত ১১ জন সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে।

১) মলগুন্ড্রা পটেল (বোমা নিয়ে যাওয়ার সময় বিস্ফোরণে নিহত)।

২) যোগেশ নায়েক (বোমা নিয়ে যাওয়ার সময় বিস্ফোরণে নিহত)।

৩) বিনয় তলেকর।

৪) বিনায়ক পটেল

৫) ধনঞ্জয় কেশুয়া অষ্টেকর

৬) দিলীপ মনগাওকর

৭) প্রশান্ত অষ্টেকর

৮) সারেং কুলকার্নি (ফেরার)

৯) জয় প্রকাশ ওরফে আন্না (ফেরার), ১০) রুদ্র পটেল (ফেরার)

১১) প্রশান্ত জয়েকর (ফেরার)

ধনঞ্জয় অষ্টেকর পুনেতে মোট ১২টা বোমা তৈরী করেছিল। তার মধ্যে ৫টি গোয়ার মাড়গাঁও এ ব্যবহার করা হয়েছে বাদ বাকী বোমাগুলি কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে এখনও পর্যন্ত তার তদন্ত হয়ে ওঠেনি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আরো বোমা/বোমা বিস্ফোরণ

১) মধ্যপ্রদেশের ভূপালের লাম্বাখেরা

২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভূপালের লাম্বাখেরা এলাকায় দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা হস্তগত হয়। তদন্তে জানা যায় তাবলীগী জামাআতের সম্মেলনে তা ব্যবহার করা হত। সেখানে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মুসলমানের জমায়েত হওয়ার কথা ছিল। এ ষড়যন্ত্রের প্রধান হোতা ছিল রাম নারায়ণ কুলসিংরা এবং সুনীল জোশি। আর এরা উভয়েই ছিল আরএসএস ও অভিনব ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরবর্তীতে সন্ত্রাসী সুনীল জোশি নিহত এবং রামনারায়ণ কুলসিংরা ফেরার হয়। তদন্ত চলাকালীন আরএসএস, অভিনব ভারত এবং বজরং দলের বেশ কিছু কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও সে মামলার কী হাল আজ পর্যন্ত তা অজ্ঞাত।

২। তামিলনাড়ুর তিনকাশী ঃ

২০০৮ সালের ২৪ জানুয়ারি তামিলনাড়ুর তিরুনেলবেদী জেলার তিনকাশী (দক্ষিণ কাশি) এলাকায় আরএসএস-র দপ্তরে বোমা বিস্ফোরিত হয়। প্রথমদিকে মুসলমান সংগঠনগুলির দিকে সন্দেহের আঙ্গুল তোলা হয়। তবে তামিলনাড়ু পুলিশ অত্যন্ত সততা ও সুক্ষতা সহকারে তদন্ত করে সংঘ পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ৮ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তে প্রমাণিত হয় অভিযুক্তরা এ ভয়ানক ষড়যন্ত্রের ছক কষেছিল ২০০৭ সাল থেকে এবং তারা এ রকম ৮টি বোমা তৈরী করেছিল। পুলিশ সে বোমা এবং তার মাল-মশলা বাজেয়াপ্ত করে। অভিযুক্তরা তাদের কবুলিয়াত নামায় স্বীকার করেছে যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার জন্য তারা এ বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। পুলিশ তদন্ত সম্পূর্ণ করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে।

৩। পানভেল ঃ

২০০৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে মুম্বাই থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পানভেল এ সিনেরাজ থিয়েটারে 'যোধা আকবর' চলচিত্র চলাকালীন সেখানে বোমা রাখার খবর মেলে। হেমন্ত কারকারের নেতৃত্বে এটিএস তদন্ত করে। তাতে প্রমাণিত হয়

সনাতন সংস্থার সন্ত্রাসবাদিরা ঐ বোমা ওখানে রেখেছিল। এক্ষেত্রে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়।

৪। নতুন মুম্বাইয়ের ভশী এলাকা ঃ

২০০৮ সালের ৩১ মে তারিখে নিউ মুম্বাইয়ের ভাশীতে একটি প্রেক্ষাগৃহে প্লাস্টিকব্যাগে রক্ষিত কিছু বোমা নিষ্ক্রিয়কারীরা (Bomb detection and dispsal squad) তা নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তদন্তে প্রমাণিত হয় যে, সনাতন সংস্থার সন্ত্রাসবাদীরা সে বোমা রেখেছিল। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়। এ অপরাধের শাস্তি স্বরূপ সনাতন সংস্থার দুজন সন্ত্রাসবাদী কর্মভাবে এবং রমেশ গড়কড়ি কে দশ বছরের সশ্রম কারা দণ্ড দেওয়া হয়।

৫। থানে ঃ

২০০৮ সালের ৪ জুন তারিখে থানের 'গড়কড়ি রঙ্গায়তন' নামক প্রেক্ষাগৃহে বোমা বিস্ফোরণে ৭ ব্যক্তি আহত হয়। ঐ প্রেক্ষাগৃহে মারাঠী নাটক "আমহী পাচপুটে" (Aamhi paachpute)-র অভিনয় হওয়ার কথা ছিল। এটিএস-র তদন্তে প্রমাণিত হয় ব্রাহ্মণ্যবাদী উগ্রপন্থী সংগঠন সনাতন সংস্থা এবং হিন্দু জাগরণ সমিতি এ বিস্ফোরণের জন্য দায়ী। তদন্ত চলাকালীন গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের তথ্যের ভিত্তিতে পেন এবং সেতারা থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ তদন্ত সম্পূর্ণ করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। আদালত বিক্রমভাবে এবং রমেশ গড়কড়িকে অপরাধী সাব্যস্ত করে দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দান করে।

সপ্তম অধ্যায়

'বোমার বদলে বোমা'র ভিত্তিহীন অপপ্রচার

তিনটে অতিগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ (১) ২০০৬ সালে নান্দেড়ে আরএসএস ও বজরং দলের সন্ত্রাসবাদীদের RDX ব্যবহার করে বোমা তৈরী করার সময় ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণ (২) ২০০৮ সালের মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণের হেমন্ত কারকারে কর্তৃক কৃত তদন্তে আরএসএস, ও অভিনব ভারতের দেশের কয়েকটি বড় মাপের বোমা বিস্ফোরণে জড়িত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া এবং (৩) আজমীর শরীফ, মক্কা মসজিদ ও সমঝোতা এক্সপ্রেস বোমা বিস্ফোরণের স্বতন্ত্র তদন্তে উল্লেখিত সব বিস্ফোরণে আর এস এসের অতিগুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা জয় বন্দেমাতারম এবং অভিনব ভারত এর ন্যায় সংগঠনের সাহায্যে এসব বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। একথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় আরএসএস সন্দেহের বৃত্তে আবদ্ধ হতেই তার প্রতিবাদের মত গুজব ছড়ানোর কৌশল ব্যপক ভাবে প্রচার করতে থাকে যে আরএসএস এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠন দ্বারা কৃত বোমা বিস্ফোরণ গুলো ছিল মূলত মন্দির বোমা বিস্ফোরণের জবাব ও প্রতিক্রিয়া। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল নিজেদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে ধামা চাপা দেয়ার এবং জনগনের সহানুভূতি অর্জন করা। কিন্তু তাদের এ দাবী মিথ্যার কত বড় বেসাতি ছিল নিম্ন বর্ণিত তথ্যের আলোকে তার আন্দাজ করা যেতে পারে।

১। ২০০২ সালে অক্ষরধাম মন্দির বোমা বিস্ফোরণ ঃ

নিজেদের দ্বারা কৃত বোমা বিস্ফোরণের বৈধতা দেয়ার জন্য আরএসএস ২০০২ সালের যে অক্ষর ধাম মন্দির বোমা বিস্ফোরণকে সবচেয়ে বেশি করে উস্কেছিল। সে ঘটনার অকাট্য ফয়সালা ২০১৪ সালের ১৪ মে তারিখে সুপ্রিম কোর্ট থেকে এসেছে। তাতে গ্রেপ্তারকৃত ৬ জন মুসলমান যুবকদের নিরপরাধ সাব্যস্ত করে বেকসুর খালাস করে দেয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জাস্টিস এ কে পট্টনায়েক এবং ভি গোপাল গৌড়া তাদের রায়ে বলেন, "দেশের ঐক্য ও সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত অত্যন্ত সংবেদন শীল অপরাধের তদন্ত অত্যন্ত ভ্রান্ত পথে চালিত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে ঘোষণা করতে চাই **অগণিত নিষ্পাপ প্রাণের ঘাতক মূল অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে পুলিশ নিরপরাধ মানুষদের তাতে ফাঁসিয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠুর চার্জশিট দাখিল করেছে**"। (সিক্ত বাক্যগুলি লেখক কৃত)।

সুপ্রিম কোর্টের ফায়সালা নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ভাববার বিষয় হল এ ফায়সালায়

যে সব মূল অপরাধীদের চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের গ্রেফতার করার জন্য ও অপরাধের মূলে কড়া তদন্ত করা দরকার।

নিশ্চয়ই মন্দিরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মুসলমানদের অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর প্রবণতাই সংঘ পরিবারের পুরানো ও কূটকৌশল বা পুরাতন। যেমন—

২। ১৯৯৬ সালে মীনাক্ষী মন্দিরে বোমা বিস্ফোরণ ঃ

১৯৯৬ সালের মে মাসে তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দিরে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল। তারপর নির্দোষ মুসলমান যুবকদের গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ জড়ো করা হয়েছিল। পরে দেখা যায় যে ঐ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল ব্রাহ্মণবাদী উগ্রপন্থীরা। ঐ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পরে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাদ্রাজ হাইকোর্ট সেই সব পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ জারি করেছিল। যারা ষড়যন্ত্র পূর্বক ভুল তদন্ত করে নির্দোষ মুসলমান যুবকদের গ্রেফতার করেছিল।

এ বিস্ফোরণ ছাড়াও অন্যান্য বোমা বিস্ফোরণে গ্রেফতারকৃত মুসলমান যুবকদের নিরপরাধ হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। যেমন—

৩। ১৯৯৩ সালে সুরাট বোমা বিস্ফোরণ ঃ

১৯৯৩ সালে গুজরাটের সুরাট বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগে ধৃত ২০১৪ সালের ১৮ জুলাই তারিখে সুপ্রিম কোর্ট শুনানির পর ধৃত ১১ জন মুসলমান যুবকদের সবাইকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করে মুক্তি দেয়। বিচারপতি টি. এস. ঠাকুরের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ রায়ে বলেন, "অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন শক্তপোক্ত প্রমাণ নেই।" দুঃখের বিষয় কোন অপরাধ না করা সত্ত্বেও এই সব যুবক মুসলমানদের জীবনের মূল্যবান কুড়িটি বছর কারাগারের অন্ধকুঠরিতে অতিবাহিত করতে হল।

৪। ২০০৬ সালে আহমেদাবাদের কালুপুরে বোমা বিস্ফোরণ ঃ

২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কালুপুর রেলওয়ে স্টেশনে সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণে আকবর পাঠান, ফিরোজ ঘাঁচি এবং মুবিন শাইখকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ চাপানো হয়। তার ঠিক ৮ বছর পর ২০১৪ সালে পুলিশ আদালতে এই বলে রিপোর্ট দাখিল করে যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তারা কোন সাবুত না পাওয়ায় তাদের মুক্তি দেওয়া হোক। তাই ২০১৪ সালের ১২ নভেম্বর আহমেদাবাদ মেট্রোপলিটন কোর্ট তাদের মুক্তি দেয়। তবে ৮ বছর যাবৎ তারা যে দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা ও অত্যাচার সহ্য করেছে তার কি হবে?

স্বয়ংকৃত অপরাধের বোঝা মুসলমানদের মাথায় চাপানোর ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির কর্মপন্থা নিম্নবর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বেশ স্পষ্ট হয়ে যাবে।

৫। ২০০৯ সালে গোয়ার মাড়গাঁও বোমা বিস্ফোরণ ঃ

পঞ্চম অধ্যায়ে যেমন উল্লেখ্য বর্ণনায় একথা প্রমাণ হয়েছে যে, গোয়ার মাড়গাঁও যে সনাতন সংস্থার সন্ত্রাসবাদীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। তবে বোমা নিয়ে যাওয়ার সময় যদি বোমা বিস্ফোরণ না হয়ে তাদের ষড়যন্ত্র মত বিস্ফোরিত হত এবং তাতে শত শত হিন্দু নিহত হত তাহলে তার সমূহ অভিযোগ মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জন্য তারা নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল ঃ

১) ২০০৯ সালের ১৬ অক্টাবর তারিখে দেওয়ালির পূর্ব দিন সন্ধ্যায় হাজার হাজার হিন্দু মাড়গাঁও এর যে স্থানে সমবেত হত; সেখানেই বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা ছিল।

২) অকুস্থলে একটা ব্যাগ রাখা হয়েছিল যাতে উর্দূ ভাষায় "খান মার্কেট" লেখা ছিল।

৩) সেই ব্যাগে মুসলমানদের ব্যবহার্য আতরের কিছু শিশি রাখা ছিল।

সংক্ষেপে এতটুকুই যদি ওদের ষড়যন্ত্র মত বোমা বিস্ফোরিত হত তাহলে তাতে শত শত নিরপরাধ হিন্দুর হতাহতের ঘটনা ঘটত। যার সোজা সাপটা অর্থ হত পুলিশ মুসলমানদের উপর সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ জড়ো করে আদালতে মকদ্দমা দায়ের করে ব্যাপকভারে তার প্রচার চালাতো। ১৫/২০ বছর পর আদালত কী রায় দেয় তা অর্থহীন। কারণ কেবল বোমা বিস্ফোরণের দায়ে গ্রেপ্তার হওয়া লোকেরাই জনগণের মন মানসে বেঁচে থাকে। আদালত কী অকাট্য রায় ঘোষণা করল সেদিকে বেশি মনযোগ দেয়া হয় না।

অনুরূপভাবে পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ এবং প্রচার মাধ্যমে বসে থাকা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সহায়তায় নিজেদের দ্বারা ঘটানো বোমা বিস্ফোরণের দায় মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তার ভিত্তিতে নিজেদের ভবিষ্যৎ অপরাধের জন্য ঢাল হিসাবে গ্রহণ করা সংঘ পরিবারের পুরনো কৌশল। তবে ক্রমশ তাদের এ ষড়যন্ত্রের ফাঁস ছিন্ন হচ্ছে। অক্ষরধাম ও অন্যান্য মন্দিরে সংঘটিত যেসব বিস্ফোরণের ফয়সালা এখনও হয়নি, সেই গুলোর পুনরায় নিরপেক্ষ তদন্ত করলে তার মুলে আরএসএস, কিংবা অভিনব ভারত অথবা গোয়েন্দা কিংবা এ ত্রয়ীর উপস্থিতি প্রমাণ হওয়া বিচিত্র নয়।

অষ্টম অধ্যায়

সংঘ পরিবারের সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণের কেন্দ্রসমূহ

১। জিলেটিন বিস্ফোরণ প্রশিক্ষণ, পুনে (২০০০ সালের মার্চ মাস)

জিলেটিনের ছড়ি ব্যবহার করে বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী করার প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বজরং দল পুনে শহরে একটা শিবির স্থাপন করেছিল। রাজ্যজুড়ে ৪০ থেকে ৫০ জন কর্মী ঐ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিল। অতঃপর ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে নান্দেড়ে বোমা তৈরী করতে করতে বজরং দলের জাতীয় স্তরের শরীরচর্চা শিক্ষণ বিভাগের নির্দেশ দাতা মিলন্দ প্রান্তে এ শিবিরের আয়োজন করেছিল।

২। অস্ত্রচালনা এবং বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ, নগপুর (২০০১ সাল)

নাগপুরে ভোসলে মিলিটারি স্কুল চত্বরে আরএসএস ও বজরং দলের সন্ত্রাসবাদীদের জন্য ৪০ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ শিবিরে এক মহারাষ্ট্রের ৫৪ সন্ত্রাসীসহ মোট ১১৫ জন সন্ত্রাসবাদীরা অংশগ্রহণ করেছিল। অস্ত্রচালনা, বোমা তৈরী ও তার বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রশিক্ষণ হয়েছিল ঐ শিবিরেই। প্রশিক্ষকদের মধ্যে অবসর প্রাপ্ত এবং চাকুরিরত সেনা অফিসার এবং গোয়েন্দা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ অধিকারিকরাও ছিল।

৩। RDX দিয়ে বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ, আকাঙ্খা রিসর্ট, পুনে (২০০৩)

পুনের নিকটবর্তী সিনহগড় রোডের উপর 'আকাঙ্খা রিসর্ট'-এ একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ শিবিরে RDX-র মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের বোমা তৈরি করা এবং তার বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রশিক্ষণদেয়া হয়। প্রায় ৫৮ জন যুবক শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিল। মিঠুন চক্রবর্তী উপাধি প্রাপ্ত জনৈক ব্যক্তি শিবিরের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ দাতা ছিল। সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের কেবল বোম তৈরী করার প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্ষান্ত না থেকে শিবিরের শেষ দিনে বৃহৎ পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য বন্টন করে। প্রশিক্ষণ দাতাদের মধ্যে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত উভয় প্রকার সেনা আধিকারিক সহ সারদ কুন্টে ও ড. দেব নামক পুনের রসায়ন শাস্ত্রের দু'জন অধ্যাপকও ছিল।

৪। হিন্দুরাষ্ট্রের জন্য অস্ত্রচালনা, লুটতরাজ এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রশিক্ষণ (মে ২০০২) সারা দেশে একই সময়ে ৭১টি স্থানে ঃ

সংঘ পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ১৫-৪৫ বছর পর্যন্ত বয়স্ক কর্মীরা পুনে শহরে ২১ দিনের "হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য মানসিক অভিযোজন" (Orientation) শিবিরে অংশগ্রহণ করে। তাদেরকে লুঠতরাজ এবং অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ দান ছাড়া ও অল্পবিস্তর খেলা ও সংস্কৃতির পাঠ দেয়া হয়। হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য মানসিকতার প্রস্তুতির তালিম দেয়া হয়। ঐ মাসের মধ্যে সারা দেশে ৭১ টি জায়গায় এ ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

৪৫-৬০ বছর পর্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য একই বিষয়ে সারাদেশে পৃথক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের লাতুর শহরে ও এ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৫। বজরং দলের অস্ত্রচালনা প্রশিক্ষণ শিবির, ভূপাল (২০০২)

মধ্যপ্রদেশের ভূপালে বজরং দলের সন্ত্রাসীদের জন সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েচিল। ঐ শিবিরে বজরং দলের প্রায় ১৫০ সন্ত্রাসীকে অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

৬। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে প্রমিলা বাহিনীর জন্য ছুরি, চাকু ও অসি চালনার প্রশিক্ষণ শিবির, মুম্বাই (মে, ২০০৩)

সারা দেশে একই সময়ে ৭১টি জায়গায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহিলা কর্মীদের, জুডো ক্যারাটে এবং চাকু, ছুরি ও তারবারি চালনার প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য মুম্বাইতে ২০০৩ সালের ১৭ মে তারিখে একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

৭) আরএসএস-এর তরফ থেকে মহিলাদের জন্য বন্দুক চালনা ও জুডো প্রশিক্ষণ— একই সময়ে সারা দেশের ৭২টি জায়গায় (মে, ২০০৩)

আরএসএস-র মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য দেশব্যাপী প্রোগ্রামের একটি অংশ হিসাবে ২০০৩ সালের ২৫ মে তারিখে কানপুরে অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিকরা প্রায় ৭০ জন মহিলাকে বন্দুকে গুলি ভরা, চাঁদমারি করা ও বন্দুক চালানার বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। জুডো প্রশিক্ষকরা ঐ সব মহিলাদের সেনাবাহিনীর কারুকৃতির ও প্রশিক্ষণ দেয়। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ৬ টি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সময়ের মধ্যে সারা দেশের ৭৩ টি শহরে এ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল।

৮) আরএসএস অভিনব ভারত এবং জয় বন্দেমাতরাম দলের হাতিয়ার প্ররিচালনার এবং RDX দ্বরা বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ, বগলী, মধ্য প্রদেশ (২০০৬)

২০০৬ মালেগাঁও, আজমীর শরীফ, মক্কা মসজিদ এবং সমঝোতা এক্সেপ্রেস প্রভৃতি বোমা বিস্ফোরণ প্রস্তুতির জন্য আরএসএস, অভিনব ভারত ও জয় বন্দেমাতরমের সন্ত্রাসবাদীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের 'বগলী'তে। এ প্রশিক্ষণ শিবিরে সুনীল জোশি এবং লোকেশ শর্মা হাতিয়ার চালনা এবং RDX সাহায্যে বোমা তৈরী করার প্রশিক্ষণ দেয়।

৯) আরএসএস এবং অভিনব ভারতের অস্ত্রচালনা এবং RDX দিয়ে বোমা তৈরী ক্যাম্প, পঞ্চ মুঢ়ি, মধ্যপ্রদেশ (২০০৭/২০০৮)

লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুরোহিত ২০০৭/ ২০০৮ সালে আরএসএস এবং অভিনব ভারতের সন্ত্রাসবীদের RDX দিয়ে বোমা তৈরি করা ও অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। তাতে পুরোহিত 'হিন্দু রাষ্ট্র' নামক আলোচ্য বিষয়ে ঘৃণা উদ্রেককারী ভাষণও দিয়েছিল। পুরোহিতের কাছ থেকে উদ্ধার করা ল্যাপটপ থেকে এসব তথ্য ফুটে ওঠে।

নবম অধ্যায়

আরএসএস সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় ধ্বজাধারী

২-৬ নং অধ্যায়ে সারা দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসীদের দ্বারা ঘটানো বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাগুলো সাজালে তার দৃশ্য পটটা হবে নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	সংগঠন	বোমা বিস্ফোরণ	তদন্তের বর্তমান পর্যায়
১	আরএসএস, অভিনব ভারত ও জয় বন্দেমাতরম	১) আজমীর শরীফ (রাজস্থান) ২০০৭	চার্জশিট
		২) মক্কা মসজিদ (হায়দ্রাবাদ) ২০০৭	চার্জশিট
		৩) সমঝোতা এক্সপ্রেস (হরিয়ানা) ২০০৭	চার্জশিট
		৪) মালেগাঁও (মহারাষ্ট্র) ২০০৬	চার্জশিট
		৫) মালেগাঁও (মহারাষ্ট্র) ২০০৮	চার্জশিট
		৬) মোদাসা (গুজরাত) ২০০৮	তদন্তনাধীন
২	আরএসএস এবং বজরং দল	৭) নানদেড় (মহারাষ্ট্র) ২০০৬	চার্জশিট
		৮) প্রভূনি (মহারাষ্ট্র) ২০০৩	চার্জশিট
		৯) জালনা (মহারাষ্ট্র) ২০০৪	চার্জশিট
		১০) পূরনা (মহারাষ্ট্র) ২০০৪	চার্জশিট
		১১) লাম্বা খীরা ভূপাল (মধ্যপ্রদেশ) ২০০৩	তদন্ত কোন পর্যায়ে তা অজ্ঞাত
		১২) কানপুর (উঃ প্রদেশ) ২০০৮	তদন্ত কোন পর্যায়ে তা অজ্ঞাত
৩	আরএসএস	১৩) কান্নুর (কেরালা) ২০০৮	চার্জশিট
		১৪) তিনকাশী (তামিলনাড়ু) ২০০৮	চার্জশিট
৪	সনাতন সংস্থা	১৫) পানভেল (মহারাষ্ট্র) ২০০৮	চার্জশিট
		১৬) থান (মহারাষ্ট্র) ২০০৮	এ কেস দুটিতে আদালত রায় দিতে গিয়ে সনাতন সংস্থার সন্ত্রাসী
		১৭) ওয়াশী (মহারাষ্ট্র) ২০০৮	

		১৮) মাড়গাঁও (গোয়া) ২০০৯	বিক্রম ভাবে ও রমেশ গড়কড়িকে দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ডাদেশ দেয় এ মামলার বিস্ফোররক দ্রব্যের আইন লাঘু করা সত্ত্বেও চার্জশিট দাখিল করার পূর্বে আইন অনুযায়ী জেলা জজের অনুমতি নেয়া হয়নি। এই কৌশলগত রহস্যের দরুণ গ্রেপ্তার কৃত অভিযুক্তরা ছাড় পেয়ে যায়। এ ত্রুটি দূর করে সরকার আপিল করতে পারে। তাছাড়া এ অপরাধের চারজন গুরুত্বপূর্ণ অভিযুক্ত ফেরার। এসব অজুহাতেব দরুণ এ অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হয়নি।

১। আর এসএস, অভিনব ভারত এবং জয় বন্দেমাতরম

উল্লেখিত পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে বোমা বিস্ফোরণে আরএসএস-র খাতা সবচেয়ে দীর্ঘ হিসাবে প্রতীয়মান হবে। তবে আরএসএস-র উপর আলোকপাত করার পূর্বে আমরা সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সনাতন সংস্থার ব্যাপারে আলোচনা করব। এ সংগঠনগুলির ঘাড়ে মোট চারটি সন্ত্রাসবাদী মামলা নথিভূক্ত হয়েছে। তার মধ্যে দুটি কেসের শুনানি চলছে। যদিও মাড়গাঁও (গোয়া) বিস্ফোরণ কেসে গ্রেপ্তারকৃত অভিযুক্তদের আদালত নির্দোষ ঘোষণা

করেছে। তবে তাও কৌশল গত ত্রুটির ভিত্তিতে হয়েছে। তাছাড়াও এ মামলার গুরুত্বপূর্ণ কয়েক জন আসামী আজও ফেরার রয়েছে, যে জন্য তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত আজও সম্পন্ন হতে পারেনি। আমাদের মামলাটি মুলতুবি রয়েছে ধরে নিয়ে চলতে হবে।

অনুরূপভাবে প্রায় দু'মাস আগে কমরেড গোবিন্দ পানসারে হত্যা মামলায় পুলিশ সনাতন সংস্থার এক সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেপ্তার করে সংস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য উদ্ধার করেছে। এ তদন্ত চলছে যাতে আরো কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ ও তার প্রমাণাদির জনসমক্ষে উদঘাটনের সম্ভাবনা রয়েছে।

সনাতন সংস্থার উপর এখুনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত, কিন্তু........

সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে জড়িত থাকার দরুন সনাতন সংস্থার বিরুদ্ধে দুটো মামলায় অভিযুক্তদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। দুটো মামলা আদালতে মুলতুবি রয়েছে এবং একটি পুলিশের তদন্তাধীন রয়েছে। তা সত্বেও সরকার ঐ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণায় সম্মত নয়। সরকারী মন্ত্রী ও পুলিশ আধিকারিকরা এ রকম বিভ্রান্তিমূলক বিবৃতি দিয়ে থাকে-" প্রমাণ পেলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।" তারা স্পষ্ট করে বলুক তাদের এখন আর কত প্রমাণ লাগবে। যাই বা হোক সহজে সনাতন সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার তাদের কোন ইচ্ছা আছে এমনটা চোখে পড়ে না। এজন্য চতুর্দিক থেকে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা জরুরী।

দেশের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন RSS

দেশের অন্তত ১৪টা বিপজ্জনক বোমা বিস্ফোরণে আরএসএস জড়িত। ঐ সব বিস্ফোরণের বিশেষ দিক হল— তাতে RDX এর মত শক্তিশালি বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে। ঐ ১৪টার মধ্যে কেবল গুজরাতের মোদাসার ঘটনা বর্তমানে তদন্তাধীন এবং কানপুর (উত্তর প্রদেশ) ও লাম্বাখিরা (মধ্যপ্রদেশ) বিস্ফোরণের তদন্ত কত দূর কি হল তার কোন তথ্য হস্তগত হয়নি তবে অবশিষ্ট ১১ অপরাধে তদ. সম্পন্ন হয়ে চার্জশিট আকারে আদালতে দাখিল করা হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক ঘটনার তথ্যনির্ভর, অনস্বীকার্য ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বর্তমান আছে।

ঐ ১১টা অপরাধের মধ্যে নান্দেড়, জালনা, পুরনা, প্রভুনী, কানপুর ও কান্নুর... এই ৬টি ঘটনা বোমা তৈরী করার সময় সংঘটিত বিস্ফোরণের ফলে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে যাতে সন্ত্রাসীরা হাতেনাতে ধরা পড়েছে। অতএব ওদের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অবশিষ্ট ৫টি ঘটনায় চার্জশিটের সঙ্গে যে সব প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে তা অত্যন্ত

বস্তুনিষ্ঠ, যেমন—

১।এ কথার প্রমাণ, যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বোমা ডিটোনেট করা হয়েছে সেগুলোর সিমকার্ড অভিযুক্তরা নকল নামে কিনেছিল। (মোবাইল কোম্পানীদের রেকর্ড, হস্তলিপি বিশেষজ্ঞদের, মতামত কোম্পানির কর্মচারিদের বিবৃতি প্রভৃতি।)

২। ওদের মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড থেকে প্রমাণিত হয় যে অভিযুক্তরা দু'ঘটনার সময় অকুস্থলে উপস্থিত ছিল।

৩। অভিযুক্তদের যে ফোন পুলিশি হেফাজতে ছিল তাতে ওদের কথাবার্তার রেকর্ড রয়েছে।

৪। অভিযুক্ত ও সাক্ষীদের নর্কো টেস্টের মাধ্যমে গৃহীত বিবৃতি।

৫। স্বামী অসীমানন্দের আদালতের সামনে প্রদত্ত দুটি স্বীকৃতি মূলক বিবৃতি।

৬। লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রসাদ পুরোহিত এবং মহন্ত দয়ানন্দ পান্ডের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা ল্যাপটপে স্বয়ং অভিযুক্তদের রেকর্ড করা তাদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের তথ্য প্রভৃতি।

এভাবে সারা দেশে সংঘটিত অসংখ্য বোমা বিস্ফোরণে আরএসএস-র জড়িত থাকার বিপুল পরিমাণ প্রমাণ বিদ্যমান। অনুরূপভাবে মজবুত ও তর্কাতীত প্রমাণ সম্পন্ন RDX ব্যবহার করে সংঘটিত বিস্ফোরণের সংখ্যা এত বেশি যে অতটা প্রমাণ দেশের অন্য কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে নেই। যদি আরো কয়েকটি বিস্ফোরণের সততা পূর্ণ তদন্ত করা হয় তাহলে আরএসএস-র জড়িত থাকার আরো ৮/১০টা মামলা সামনে আসতে পরে। এছাড়া ৮ম বর্ণিত আরএসএস এবং তার দোসর সংগঠন গুলোর পক্ষ থেকে ২০০০ সাল থেকে সারা দেশে সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত করার ও প্রমাণ বিদ্যামান। বিশেষ কথা হল আর এস এসের বোমা বিস্ফোরন ও সন্ত্রাসবাদের প্রশিক্ষণ দানের এই কার্যক্রম দেশের কোন একটি অংশে সীমাবদ্ধ না থেকে সারা দেশে চালু রয়েছে। এসব বিষয়কে সামনে রেখে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে আরএসএস ভারত ভূমির সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, তাছাড়া আরো কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকও।

পৃথিবীতে সবরকমের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের অনুশীলন করে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদের সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করা আমেরিকার বিখ্যাত সংগঠন Terrorism Watch and waring তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে http:// www. terrorism.com ২০১৪ সালের ২৬ এপ্রিলে প্রচারিত পোষ্টে আরএসএস কে পৃথিবীর সন্ত্রাসাবাদী সংগঠনগুলির অন্তর্ভূক্ত করেছে। এখন আমাদের পালা। আমরা সমাজের প্রতিটি এককের বিশ্ব পর্যায়ে প্রমাণিত

সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আরএসএস এর উপর অনতিবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার সোচ্চার দাবি তোলা উচিত।

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, সমাজের কয়টি একক এ দাবি করবে? এবং কতটা সাক্ষ্য প্রমাণ সহ এ দাবিকে শক্তিশালি করবে? এ সব প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যৎ সময়ই দেবে। সমাজের সব শ্রেণীর পক্ষ থেকে দৃঢ়ভাবে এ দাবি উত্থাপিত না হলে মনে হয়, এর পিছনে ও আরএসএস-র বিভিন্ন শাখা বিশেষত প্রচার মাধ্যমের সন্ত্রাসবাদীরাই দায়ী। এবং এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় দেশের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হলো আরএসএস-ই।

পরিশিষ্ট—'ক'

২০০৮ সালে মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণ (A T S মহারাষ্ট্র নম্বর- ১৮/২০০৪) এ ঘটনার চার্জশিটের সঙ্গে অভিনব ভারতের ফরীদাবাদে অনুষ্ঠিত মিটিংয়ের কার্যবিবরনী লিখিত আকারে সম্পৃক্ত আছে। তারা উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি নিম্ন রূপ—

ক) বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার কে উৎখাত করে তদস্থলে বেদ ও স্মৃতিভিত্তিক হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

1) पुरोहीत (Pg. 61) :	We will fight the Constitution, will fight the nation, this nation is not ours.
2) पुरोहीत (Pg. 64) :	We have to fight the Constitution, we have to fight for our independence.
3) पुरोहीत (Pg. 69) :	इस संविधानको माननाही नहीं है । knocking down ये एकही तरीका है आवश्यक.
4) उपाध्याय (Pg. 69) :	This Constitution is not applicable to us, will not be acceptable to us; another constitution will come into place; then Hindu Rashtra is established.

খ) হিন্দু রাষ্ট্রের নতুন সংবিধানের রূপরেখা ঃ

1) सुधाकर द्विवेदी (Pg. 67) : राज्यव्यवस्थाका हमारे यहाँ कुछ पौरानिक शास्त्र है । हमारी जो स्मृतीयां है वही हमारी संविधान है समाजकी । इस समय १४ समृतियां है हमारे देश में, उन सारे को इकठ्ठा कर लिजिए ।

2) पुरोहीत (Pg. 68) : इस देश मे हमें वेदोंके मुताबिक जो बताया गया है सनातन हिंदू धर्म, वेदीक धर्म, वो चाहिए ।

ঘ) হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বৈদেশিক শক্তি ও উগ্রপন্থীদের সহায়তা লাভ করা।

১) নেপাল

पुरोहीत (Pg. 67) : King ज्ञानेंद्र से हमारी मिटींग तब की २४ जून २००६ को और २००७ की पिछले साल। और ये हमारी मिटींग तब हुई थी १२ फरवरी को telephonically और एक एडजटंट करके है, एडजटंट उनको intelligence में अभी ब्रिगेडियर बनाया गया है। वो हमने उसके लिए बहुत कष्ट करके ये मिटींग की थी। मेरा उनको प्रपोजल ये था। The king has accepted the proposal. मेरे बीस लोग आपके यहाँ पे officer बनके training करेंगे हर छः महीनेमें। एक साल में मुझे चालीस लोग मिलेंगे और मेरे २०० लोग आपके यहाँ जवान करके training लेंगे जो मेरेको एक साल में ४०० लोग मिलेंगे। आप, you being an independent nation ask for AKs from Zekoslovikia; we will pay the money and ammunition. उसकी चिंता नही है। The king has accepted.

२) ইজরায়েল

पुरोहीत (Pg. 66) : इस्त्राईलसे मैंने संपर्क किया है। हमारा एक कॅप्टन इस्त्राईल हो के आ गया है। very positive response from their side. हमने चार चीजें माँगी थी। Continuous and uninterrupted supply of equipment and training, second thing, allow us to start our office with saffron flag in Tel Aviv; number 3, political asylum, number 4, support our cause in UN that Hindu Rashtra is born. उन्होंने दो चीजोंके लिए मान्यता दे दी। They don't want to fly our national flag in Tel Aviv. बोलते है की हमारे जो भारत के साथ संबंध ठिक हो रहे हैं, और हमको चाहिए वो। वो खराब हो जायेंगे। और दुसरी बात ये बोल रहे है की, हम आपको जो है international forum में इस situation में अभी हम हालाकी दो सालो तक support नहीं करेंगे जब तक आपकी movement कुछ momentum gather नही करती। Political asylum anytime; for equipment and training once we show something on ground. मैं ये achieve कर रहा हूँ।

গ) মায়া উপ্রানী

पुरोहीत (Pg. 71 & 72) : आज के तारीख में NSCM और NSCL का विघटन हो गया है त्यागुवालोंके हाथके । और जो parallel govt. काम कर रहे थे पीछले पचास सालसे, ५५ सालसे । NSCL का Defence Minister जो है, अब मैं जालंधर में था, स्वामीजी, १९९१ में, तो उस टाईम उनके उपर सारा प्रभार था NSCM का तो उनको मैंने मेक किया था । उस टाईम जो Defence Minister थे उनका नाम है खोलोमीसेमा. खोलोमीसेमा को मैंने अपनी जीपमे बाहर निकाला था, क्योंकि, उनका वहांपे जिंदा रहना हमारे लिए आवश्यक था । ये व्यक्तीके साथ हमे पूर्नस्थापित संबंध किये है, स्वामीजी । और सबकुछ की वजा से ये faction जो आया । Minister of Defence ने ये मान लिया है की, अगले साल साल के लिए उसे मधे करके रखेंगे और उनको हम तकलीफ नही देंगे । इस साल साल का unconditional support हमने accept कर लिया है.

ঘ) হায়দ্রাবাদের মসজিদে এবং দেশের অন্যান্য স্থানে সংঘটিত বিস্ফোরণে 'অভিনব ভারত' সংগঠনটিই জড়িত ছিল তার স্বীকৃতি মূলক বিবৃতি ঃ

1) उपाध्याय (Pg. 102) : जैसे हैद्राबाद के मस्जीदमें हुआ था और जगहपे लोगो ने किया, तो वह कोई आर् एस् आर् वाला आके नही कर रहा था । इस दौरान में यह अपना ही कोई आदमी था । मैं अपनी जानकारी के तौरपर कह सकता हूं की यह व्यक्ती था । वो था या नही था यो मैं नही जानता । पर कर्नल बतायेंगे की, यह था या नही था । लेकीन मुझे ऐसा लगता है की कर्तव्य के लिए तो (यह करना जरूरी है) । एक्सप्लनेशन देना तो सही नही है लेकीन खालीस्तान मुव्हमेंट नरम पडनेका एक कारण यह भी है की इंदीरा गांधीके मरने के बाद जो लोगों का, हिंदुओंका गुस्सा था वो इतना फुटा की लोगोंने सिखों को पकड पकडके पीटा ।

2) पुरोहीत (Pg. 66) : दो operation हमने किये । successful हो गये । Operation करने की मेरी क्षमता है स्वामीजी । मेरे पास equipment की कमी नही है । मैं equipment पैदा कर सकता हूं । equipment ला सकता हूं अगर ठान लेता हूं ।

ঙ) 'হিন্দু রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠাকরার কাজে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে তাদের হত্যা করার পরিকল্পনা।

1) पुरोहीत (Pg. 90) : जो व्यक्ती इस पुरे में बाधा डालेगा उसको निष्कासीत (excommunication) नही किया जाएगा, उसको उडा दिया जाएगा । He should be killed.

চ) অভিনব ভারত এবং আরএসএস-র মধ্যে গভীর যোগাযোগ।

1) डॉ. आर.पी. सिंग (Pg. 70) : .... लेकिन दुर्भाग्य रहा की, उत्तरांचलमें बहोत प्रयास करने के बाद भी आज हमारी सरकार (BJP सरकार) माओवादीयोंका खुला समर्थन कर रही है । ये बात मैंने संघके बडे अधिकारीओंको बोला । मा. मोहन भागवतजीसे मिला था : दो घंटे मिल के सब बताया था । वहाँ के पोलीस चीफ सुभाष जोशी को बोला था । मैं मिला भी था दो बार । हमारी बात लगातार होती रहती है ।

2) মিটিংয়ে সবেমাত্র প্রবেশকারী ব্যক্তিদের পরিচয় দিতে গিয়ে—

2) पुरोहीत (Pg. 73) : इनका परिचय बी.एच. शर्मा प्रेमसिंगजी । दो बार member of parliament (BJP). १९४० से स्वयंसेवक, काफी संघर्षमय जीवन अबतक ।

---

3) पुरोहीत (Pg. 89-90) : Various political, government and non-government bodies will be infiltrated. मतलब एक example हमेशा देता हूँ । मतलब एक captain या major बैठा था दिल्ली के अंदर जो काम होने के लिए तीन महीने time लगाता था । एक phone call के उपर हो गया क्यों की वो संघका था, में संघका था । बिना जाने समझ में आया की वह संघ में रह चुका है । मैंने उसे फोन किया और कहा ये काम करना है । UP का व्यक्ती था । बोला सर हो जायेगा । एक दिनके अंदर काम हो गया ।

বি.দ্র. : উল্লেখিত লিখিত রূপে মালেগাঁও ২০০৮ বোমা বিস্ফোরণের চার্জশিটের সঙ্গে সম্পৃক্ত নথি নং Vol 111 B তে রয়েছে। উল্লেখিত নথিতে মোট ১০৩ পৃষ্ঠা থাকলেও তার পৃষ্ঠাগুলি অসংলগ্ন। পাঠকদের সুবিধার্থে আমি ঐ পৃষ্ঠা সংখ্যা গুলিকে ১-১০৩ এভাবে ধারাবাহিক সাজিয়েছি।

পরিশিষ্ট- 'খ'

(মালেগাঁও ২০০৮ বোমা বিস্ফোরণ মামলায় ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে দাখিল কৃত চার্জশিটের পৃষ্ঠা নং ৬৯)

(বিঃদ্রঃ লেখক গুরুত্বপূর্ণ অংশকে স্থূলাক্ষরে লিখেছেন)

recovered which were given to him by his brother i.e. wanted accused Ramchandra @ Ramji Gopalsingh Kalsangra (W-1), who is at large.

During the course of investigation, it has transpired that the accused Sudhakar Onkarnath Chaturvedi (A-11) had kept keys of his house in the office of Military Intelligence at Deolali camp in his absence in September 2008. Accused Prasad Shrikant Purohit (A-9) had asked wanted accused Pravin Mutalik (W-3) to collect the key from the office of Military Intelligence at Deolali to enter into the house of accused Sudhakar Onkarnath Chaturvedi (A-11) for assembling of IED, which was finally used for exploding at Malegaon.

The seized laptop of accused Sudhakar Udaybhan Dhar Dwivedi (A-10) contained the material in the form of Audio and Video files which were retrieved from the hard disk, which was supplied as Mirror image. The investigation revealed Audio and Video files contents the entire recording of the various meetings held at various places like Faridabad, Ujjain, Bhopal by the accused involved in the case.

The details of the printouts of call details of the mobile phones of accused persons clearly show that they were in association of each other. The call details of some mobile numbers used by the accused are yet to be received. Those call details will be filed as soon as they are received as additional documents.

The investigation is still in progress. Reports of FSL in connection with Voice Sample and electronic timers is still awaited. However, report about analysis of the contents of laptops, mobile phones, pen drives, taken charge of during the course of investigation is received from FSL, Mumbai on 17/1/09.

Transcripts of some audio tapes retrieved by FSL from the hard disc of laptop of accused Sudhakar Dhar Dwivedi (A-10), are prepared and submitted along with the chargesheet. The material retrieved by FSL, from the hard disc of laptop of accused Sudhakar Dhar Dwivedi and mobile phones, pen drives, other laptops is voluminous. Therefore, it is necessary to study the material received from FSL and investigate further in the case. Preparation of the transcripts of the audio and video is in progress. Therefore separate application requesting to grant permission to investigate further under section 173 Cr.P.C. is submitted herewith.

অত্যন্ত গভীর মনযোগ সহকারে পড়াশোনা করে এ পুস্তিকার লেখক জনাব এস. এম. মুশরিফ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক ভযায় একটা অত্যন্ত ভয়ানক, ষড়যন্ত্রী ও সন্ত্রাসীবাদী সংগঠনের স্বরূপকে দেশবাসীর সামনে পেশ করেছেন। আরএসএস এর অনুমতি ছাড়া পাখিরা ও পর্যন্ত ভারতে ডানা বিস্তার করতে পারে না। এতটা শক্তিশালি এবং প্রভাবশালী এ সংগঠন টি দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের দখল নিয়ে বসে আছে। ফলে দেশের প্রত্যেক কর্ম প্রক্রিয়ায় তার হস্তক্ষেপ উত্তরোত্তর বহমান। আমাদের বহুমুখী অনুশীলন আমাদেরকে জানান দেয় যে, ওদের বিনা অনুমতিতে দেশে কোনও বড় অথচ দুষ্ট ঘটনা ঘটতে পারে না। আমাদের এ সব কথাবার্তা সম্ভবত পাঠকদের অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে। অবশ্য আরএসএস ওয়ালারা ব্যক্তি গতভাবে এ সত্যকে স্বীকার করে এবং আমাদের মত মানুষদের তাদের পথের প্রতিবন্ধক না হওয়ার ঘোষণা এবং চোরা গোপ্তা হুমকি দেয়। আমাদের প্রশ্ন, এ সংগঠনটির পুরো ক্ষমতা অনুমিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আত্ম হননের পথ অবলম্বন করছি না তো? তবে প্রিয় এই জন্ম ভূমির শত শত বছরের ইতিহাস সুক্ষ দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, আমাদের বেশ কিছু সংস্কারককে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। আসলে আরএসএস এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কেবল স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য। বর্তমানে আরএসএস ও ইতি পূর্বের আর্যভট্ট ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সংখ্যা গরিষ্ঠদের ধনসম্পদ লুটপাট করা যথেষ্ট মনে না করে এমন একটা ব্যবস্থাপনা কায়েম করেছে যাতে দেশে অরাজকতার এই ডামাডোল চিরস্থায়ী রূপে টিকে থাকে। এজন্য আমরা পুরো দায়িত্ব সহকারে হাতের তালুতে প্রাণ রেখে এ পুস্তিকাটি পাঠকদের কর কমলে অর্পন করছি।

জাস্টিস বি জি কোলসে পটেল

প্রধান লোক শাসন আন্দোলন পার্টি, দেশ বাঁচাও আখাড়ি